২৫-০৮-২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তোমাদেরকে এই পাপের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই বাবার থেকেই তোমরা আশীর্ব্বাদী সুখ ও শান্তি উভয় প্রকারের সওগাতই পেয়ে থাকো।''

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়াতে প্রকৃত নান(তপস্বিনী) হলে তোমরাই - এই প্রকৃত নান কাদের বলা যাবে?

উত্তর :- প্রকৃত নান সে, যার মন ও বুদ্ধিতে কেবলমাত্র এক-জনেরই স্মরণ থাকে, অর্থাৎ আর কেউ-ই আসবে না স্মরণে - একমাত্র উনি ছাড়া। অন্যেরা যদিও নিজেদেরকে ঈশ্বরীয় সন্তান বলে দাবী করে, কিন্তু তাদের মন-বুদ্ধিতে তো এক যীশুখ্রীষ্টকেই কেবল স্মরণ করে না। যীশুখ্রীষ্টকেও তো ঈশ্বরীয় সন্তান বলা হয়। সেক্ষেত্রে তো তাদের মন-বুদ্ধিতে দু-জনের উপস্থিতি হয়ে গেল। কিন্তু তোমাদের মন-বুদ্ধিতে তো কেবলমাত্র এই একজনই বাবা (ঈশ্বর)। তাই তোমরাই প্রকৃত অর্থে নান । আর সেই বাবার আদেশ অনুসারেই তোমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

গীত :- ইস্ পাপ কী দুনিয়া সে লে চল ঔর কঁহী.....(এই পাপের দুনিয়া থেকে মুক্ত করে, আমাদের অন্যত্র নিয়ে চলো প্রভু)।

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি বাচ্চারা এই গীত তো শুনলে। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে তা কারা শুনলো ? -- আত্মারা। আর আত্মাকে কিন্তু পরমাত্মা বলা চলে না। যেমন, মনুষ্যকে ভগবান বলা যায় না। যদিও এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, - কিন্তু তোমাদের দেবতা বলা যাবে না। এমন কি ব্রহ্মাকেও দেবতা বলা যাবে না। যদিও বলার সময় বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ .....। কিন্তু ব্রহ্মা আর বিষ্ণুরর মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। বিষ্ণুর বেলায় অবশ্যই দেবতা বলতে হবে, - কিন্তু, ব্রহ্মার বেলায় তা বলা যায় না, যেহেতু উনি ব্রাহ্মণদের পিতা। অর্থাৎ যেভাবে ব্রাহ্মণদের দেবতা বলা চলে না। আর এই সব যুক্তিগুলি কোনও মনুষ্য অন্য মনুষ্যদের সঠিক ভাবে বোঝাতে পারবে না। যা একমাত্র ভগবান-ই বোঝাতে পারে। মনুষ্যরা অন্ধ-শ্রদ্ধা বশে এসে, যা শোনে তাই বলতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা অবশ্য এখন অনুধাবন করতে পারছো - ঈশ্বরীয় বাবা নিজেই আমাদেরকে (তার বাচ্চাদের) ঈশ্বরীয়-পাঠ পড়াচ্ছেন। এই পাঠের সময় আত্মিক স্থিতিতে থেকে তা ধারণ করতে হয়। আমি আত্মা, এই শরীর ধারণ করি। আমিই সেই আত্মা যে (প্রতি কল্পে) ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করি। আমরা যে যেমন কর্ম করে থাকি সেই অনুসারে সেই প্রকারের শরীরের প্রাপ্তি ঘটে। এই শরীর থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই, তখন আর সেই শরীরের প্রতি কোনও মোহ-ভালবাসা থাকে না। তখন শুধু আত্মাদের প্রতিই আত্মার মোহ-ভালবাসা থাকে। আত্মাতে কেবল তখনই সেই মোহ-ভালবাসা থাকে, যখন সে তার শরীরে অবস্থান করে। পিতৃ-পুরুষদের মানুষ ডেকে থাকে, যাদের শরীরের আর অস্তিত্বই নেই, তবুও তাদের আত্মাকে স্মরণ করে। আর এই কার্য করার জন্য ব্রাহ্মণদের ডাকা হয়। তারাও অমুক আত্মাকে আহ্বান করে বলে, অমুক তোমরা আসো, এসে ভোজন দ্রব্যাদি ভোজন করো। যদিও আত্মার মধ্যেই মোহ-ভালবাসা থাকে। কিন্তু প্রথমে যখন শরীরের প্রতি মোহ-ভালবাসা ছিল, তাই তখন তো সে সেই শরীরকেই

স্মরণ করতো, কিন্তু এমনটি কখনও ভাবতো না যে, তা তো আত্মাকেই ডাকা হচ্ছে। যা কিছু করার তা তো আত্মাই করে থাকে। এই আত্মাই ভাল বা খারাপ সংস্কারের প্রভাব থাকে। প্রথমদিকে আসে দেহের ভাব (আকারী) (দেহ-অভিমান), তারপরেই আসে বিকারের ভাব। এই দুই ভাবকে একত্রে বলা হয় বিকারী। আর যার মধ্যে এই বিকার থাকে না - তাকে বলা হয় নির্বিকারী। তারা অবশ্যই বুঝতে পারে সর্বদাই, কল্পের প্রথম দিকে এই ভারতেই সেই দেবী-দেবতারা ছিলেন, যারা দৈবীগুনের অধিকারী ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণও সেই দৈবী গুনের আধারের দেবী-দেবতা ধর্মের। যেমন খ্রীষ্টান-ধর্মের স্ত্রী বা পুরুষ সবাই খ্রীষ্টান। আবার এভাবেও বলা যায়, দেবী-দেবতা, অর্থাৎ রাজা-রাণী, প্রজা, সবাই দেবী-দেবতা ধর্মের। যেই ধর্মে খুব উন্নত ধরনের সুখের ব্যাবস্থাদি থাকে। বাচ্চারা, তোমরা যে গীতই শুনলে, তা আত্মারাই বলছে- বাবা আমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে চলো, যেখানে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। যেটা হবে কেবল সুখের-ধাম আর শান্তির-ধাম। এখানে তো ভীষণ অস্থিরতা আর অশান্তি। সত্যযুগে কিন্তু সে অবস্থা থাকে না। যেহেতু আত্মারা জানে বাবা ছাড়া অন্য কেউ-ই শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে যেতে বা দিশা দেখাতে পারে না। আর বাবাও তখন শান্তনা দিয়ে বলেন - প্রতি কল্পেই, মুক্তি আর জীবন-মুক্তি এই দুটোরই আশীর্ব্বাদী বর্সার বরদান উপহার স্বরূপ তোমাদের জন্য নিয়ে আসি। কিন্তু তোমরা পরে তা ভুলেই যাও। অবশ্য তা ভুলে যাও অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী। তোমরা সবকিছু ভুলে গেলেই তো, তারপর আমার আসার পালা। তোমরা এখন ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছো, তাই তেমাদের এই নিশ্চয়তা আসা উচিত, কেবল তোমরাই ৮৪ বার জন্ম-গ্রহন করো। কিন্তু, যারা সম্পূর্ণ জ্ঞান ধারন করবে না, তারা নতুন দুনিয়ার স্বর্গরাজ্যে প্রথম দিকে আসতেই পারবে না। ত্রেতা বা ত্রেতার অন্তিম লগ্নে অবশ্য আসতে পারবে। এসব নির্ভর করছে, যার যার পুরুষার্থের উপর। সত্যযুগে যখন অথৈ সুখ থাকে, তখন তা থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। আচ্ছা, এর পূর্ব জন্মে ওনারা কে ছিলেন- যা তোমরা কেউই জানো না। এর পূর্ব-জন্মে তারা ব্রাহ্মণ ছিল। তারও পূর্বে ওনারা শুদ্র ছিল। এই ভাবে বর্ণের বিশ্লেষণ করে তোমরা অন্যদেরকে যুক্তি সহকারে বোঝাতে পারো। এখন তোমাদের কাছে এটা পরিস্কার যে, প্রথম ২১ জন্ম তোমাদের খুব সুখ-শান্তিতেই কাটবে। বাবা তোমাদেরকে সেই দিশাই দেখাচ্ছেন। যেহেতু বর্তমানে তোমরা পতিত অবস্থায় জীবন-যাপন করছো- তাই তোমাদের এত অশান্তি ও দুঃখ। যেখানে স্থিরতা, সেখানেই সুখ-শান্তি। যেহেতু এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানে সমৃদ্ধ তোমরা। তাই তা অনুধাবন করতে পারো, চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে সত্যযুগের ভারত-ভূমি কত সুখী-ভারত ছিল। দুঃখ বা অশান্তির নাম-গন্ধও ছিল না। তোমারা বর্তমানে যে পুরুষার্থ করছো - তা স্বর্গে যাবার লক্ষ্যে। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের অন্তভুক্ত আর বাকীরা অসুর সম্প্রদায়ের। যাদেরকে পাপাত্মা বলা উচিত। আত্মাও আবার অনেক শ্রেনীর (প্রকারের) হয় - কিন্তু পরমাত্মা তো একজনই। আত্মারা নিজেদের মধ্যে যেমন ভাই-ভাই, কিন্তু পরমাত্মার ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যেহেতু উনি এক ও একমাত্র। অতি সাধারন এই ছোট কথাটাও মনুষ্যরা বুঝতে পারে না। যদিও এটা একটা বিশাল দুনিয়া, কিন্তু অসীমের বেহদের তুলনায় তা কেবল মাত্র একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মতো। যেমন আমরা জানি যে কত অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আছে পৃথিবীতে। আর এই বেহদের দ্বীপেই (পৃথিবীতে) রাবণের রাজত্ব। যা মনুষ্যরা বোঝেই না। কেবল গল্প বানাতে থাকে। সেই গল্পকে কিন্তু জ্ঞান বলা যাবে না। তার দ্বারা মনুষ্যদের সদ্গতি কিন্তু হয় না। সদ্গতি হয় জ্ঞানের মাধ্যমে। আর সেই জ্ঞান দিতে পারে কেবল একজনই- যিনি আমাদের প্রিয় বাবা। অন্য কেউই তা পারে না। ভগবান এসেই তার ভক্তকে রক্ষা করেন। কোনও মনুষ্যই অন্য মনুষ্যকে রক্ষা করতে পারে না। শিববাবা সব বাচ্চাকেই তার আশীর্ব্বাদী বর্সার বর্ষণ করেন। যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক

আবার সদ্গুরু-ও। অবশ্য উকিল-ব্যারিস্টার-রাও দঙ্গল-বিপদ (জেল) থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে। সত্যযুগে এসব জেল-টেল থাকেই না। যেহেতু বাবা সবাইকে (রাবণের) জেল থেকে মুক্ত করে সেখানে পৌঁছে দেন। ফলে বাচ্চাদের সব শুদ্ধ উচ্চ-আকাঙ্খাগুলিই পুরো হয়ে যায়। আর রাবণের দ্বারা পুরো হয় অশুদ্ধ কামনাগুলি। বাবার দ্বারা পুরো হয় শুদ্ধ কামনা। বাবার সেই শুদ্ধ কামনাগুলি পূর্ণ হবার ফলেই তোমরা সর্বদা সুখে থাকতে পারো। আর যে অশুদ্ধ কামনা করে, ফলে সে হয় পতিত আর বিকারী। যে পবিত্র পাবন হয়-তাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। অতএব, তোমাদেরকেও পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হয়ে সেই পবিত্র দুনিয়ার (স্বর্গের) অধিকারী হতে হবে তোমাদেরকে। আর এই পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র বানাবার কারিগর একমাত্র একজনই, তিনি আমাদের বাবা। সাধু-সন্ন্যাসীরা তো বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। দেবতাদের জন্ম কিন্তু সে প্রক্রিয়ায় হয় না। যেহেতু সত্যযুগের স্বর্গে বিকার বলে কিছু থাকেই না। যা একেবারেই পবিত্র দুনিয়া। লক্ষ্মী-নারায়ণও সম্পূর্ণ রূপে নির্বিকারী ছিল। আর এই ভারত-ভূমিও তখন এতই পবিত্র ছিল। যা তোমরা এখন বুঝতে পারছো। সত্যযুগে পবিত্রতা থাকার কারনেই এত শান্তি-সাফল্য ছিল। সবাই খুব সুখেই ছিল। কিন্তু যখন থেকে রাবণের রাজত্ব শুরু হলো, তখন থেকেই তার পতন আরম্ভ হলো। যা দুর্দশার তা এখন একেবারেই অবর্ণনীয়। যেন তা অকেজো কাঁনা-কড়িতে পরিণত হয়েছে। তাকেই আবার হীরে-তুল্য বনাচ্ছেন বাবা। সত্যযুগে এই ভারতই হীরে-তুল্য ছিল। এখন তো অন্যান্য দেশের উন্নতির তুলনায় ভারত খুবই নগন্য। ভারতীয়রা নিজেদের স্ব-ধর্মকেই ভুলে বসে আছে। তাই তো পাপের পর পাপ করেই যাচ্ছে। কিন্তু, সত্যযুগে তো পাপের নাম-গন্ধও থাকে না। তখন তোমরা হও সর্ব্বোচ্চ স্তরের সু-নামের অধিকারী দেবী-দেবতা ধর্মের। এত যে সব দেবী-দেবতাদের চিত্রাদি এখন তোমরা দেখতে পাও। কিন্তু অন্যান্য ধর্মগুলিতে তো একটা করেই চিত্র দেখা যায়। যেমন-- খ্রীষ্টানদের কাছে একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ছবি থাকে। বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধের ছবি। খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টকে স্মরণ করে-- তাই তার অনুগামীরা তার ওয়ারিশ বা সম্পত্তির অধিকারী বাচ্চা হয়। তাকেই নন্স বলা হয়। নন্স তখনই হবে, যখন খ্রীষ্টানরা একমাত্র যীশুখ্রীষ্ট ছাড়া আর কারও কথা ভাববেই না। তাই তো তারা বলে, একমাত্র যীশু ছাড়া আর কেউ-ই নেই তাদের। আর তখন থেকে তারা ব্রহ্মচর্য পালন করে। সেই প্রকারে তোমরাও হলে শিববাবার নন্স। তফাৎ এই যে, তোমরা তোমাদের গৃহস্থ ব্যাবহারে থেকেই একই প্রকারের নন্স হতে পারো। যেহেতু এক বাবার স্মরণে থাকো। যিনি এক ও একমাত্র, অর্থাৎ শিববাবা, যেখানে কারও উপস্থিতিই আর নেই। অনেকের মনে তবুও দু-জনের বা একের অধিক জনের উদয় হয়। যেমন- যীশুখ্রীষ্টের বেলায় ভাবা হয়, উনি ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু যারা তা ভাবে, তাদের তো ভগবান সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান-ই নেই। যা তোমরা বাচ্চারা জানো। সম্পূর্ণ বিশ্ব-জগতে এমন কেউ নেই, যে পরমাত্মাকে জানে, পরমাত্মা কোথায় থাকে, উনি কবে আসেন এই ধরায়, ওনার কর্ম-কর্তব্যই বা কি -- এসব তো কেউ-ই জানে না। অথচ, বলার সময় বলে, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছুই হয়। তারা ভাবে যে, আমাদের মনের কথা সব কিছুই জানেন উনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাবা জানান, আমার ওসব জেনে হবেটা কি, ওসবে আমার কোনও দায় নেই যে, প্রত্যেক এক এক জনের মনের ভিতর ঢুকে তা জানতে যাবো কেন ? আমি তো ধরায় এসেছি, দুনিয়াকে পতিত অবস্থা থেকে পবিত্র-পাবন বানাতে। যদি কেউ পবিত্র হতে না চায়, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাতে তো সে নিজেই নিজের ক্ষতি করবে। তা তো কথিতই আছে, দেবতাদের সভা মাঝে ঢুকে অসুরেরা বসে থাকতো, যখন সেখানে অমৃত বন্টন করা হতো। কেউ যদি বিকারী হয়ে, লুকিয়ে এসে বসে পড়ে, সে তো অসুরেরই সমকক্ষ। অর্থাৎ সে নিজেই নিজের পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। প্রত্যেককে তার নিজের নিজের পুরুষার্থ করতে হয়। তা না করলে, নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে।

এমন অনেকেই আছে, যারা লুকিয়ে-চুড়িয়ে ক্লাসে এসে বসে পড়ে। তারা তাদের বিকারের কথা গোপন আর অস্বীকার করে। অথচ, তারা বিকারী। যা নাকি নিজেই নিজেকে ঠকানো। এই ভাবে নিজেই নিজের সর্বনাশ করে। পরমপিতা পরমাত্মার দক্ষিণ-হস্ত ধর্মরাজ, তার সামনেও মিথ্যা বলে। সেক্ষেত্রে নিজেই সেই পাপের শাস্তির কারণ হয়। অনেক সেন্টারেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। (ব্রহ্মা) বাবা যখন প্রথমবার দিল্লীতে গেলেন, তখনকার ঘটনা - রোজই একজন সেন্টারে আসতো, আবার বিকারের বশেও সে ছিল। তাকে যখন বলা হতো, নিজের পবিত্রতা যদি না রাখতে পারো, তবে সেন্টারে আসই বা কেন ? তাতে সে জবাব দিত, এখানে না এলে নির্বিকারী হবো কি প্রকারে। পবিত্রতা তো ভালই লাগে, কিন্তু তা যে রক্ষা করতে পারি না। একদিন না একদিন ঠিক পারবো। আর এখানে না এলে উদ্ধার হবো কি প্রকারে। এছাড়া তো অন্য কোনও রাস্তাই আর নেই। তাই এখানে তো আসতেই হয়। বাবা বুঝিয়ে বলেন- তোমার কারনে এখানকার পরিবেশটাই যে খারাপ হয়ে যায়। কতদিন আর এভাবে আসতে থাকবে। যারা পবিত্র হয়, পতিতদের দেখে তাদের মনে ঘৃণা জন্মায়। তারা তার হাতের ছোঁয়া কোনও কিছু খেতে চায় না। বাবা তখন যুক্তি দিয়ে বোঝান - খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হলে, কেউ কি তাতে চাকরী ছেড়ে চলে যায়। তখন সেক্ষেত্রে বুদ্ধি করে চলতে হয়। কারওকে বোঝাতে গেলে সে উল্টো রেগে যেতে পারে। তারা তবে পবিত্র হবে কি ভাবে। এ রকম তো শোনা যায় না। জাগতিক গৃহী-সন্ন্যাসীরাও সেভাবে থাকতে পারে না। যখন তারা গৃহত্যাগী হয়, একমাত্র তারপরেই তারা পবিত্র জীবনে আসতে পারে। অবশ্য একথা অনেকেরই জানা নেই, এই ঈশ্বরীয় পাঠশালায় পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং পাঠ পড়ান। যারা তা মানতে চান না, তারাই এতে বাধা সৃষ্টি ও বিরোধ করে। আর বলে যে, শিববাবা যে ব্রহ্মার শরীরে অবস্থান করেন- কোনও শাস্ত্রেই তো তা লেখা নেই। যদি সে জাতীয় কোনও তথ্যাদি থাকে তো তা দেখাও। গীতাতে তো এটাই লেখা আছে, উনি আসবেন সাধারণ কোনও বৃদ্ধের শরীরকে আধার বানিয়ে। যে তার নিজের জন্ম-বৃত্তান্তই জানবে না। এই কথাই তো লেখা আছে। তবে তোমরা কি প্রকারে বলো যে, পরমাত্মা মানুষের (ব্রহ্মার) শরীরে অবস্থান করেন। শিববাবা তো পতিত শরীরে প্রবেশ করে তাকেই আধার বানিয়ে, তবেই তো অন্যদেরকে দিশা দেখাতে পারবেন। কল্পপূর্বেও এভাবেই এসেছিলেন আর বলেছিলেন-- "আমাকে স্মরণ করো"। --যিনি পরমধামে থাকেন আর বলেন যে, কেবল ওনাকেই স্মরণ করতে। সেই মূল-বতনে (পরমধামে) কৃষ্ণের শরীর কিন্তু যেতে পারে না-- তাই কৃষ্ণ একথা বলতে পারে না যে, ওনাকে স্মরণ করতে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই সাধারণের শরীরে প্রবেশ করে, তোমাদের বাচ্চাদেরকে জানান -- "আমাকে যদি স্মরণ করো তো সেই স্মরণের যোগ অগ্নিতে তেমাদের সব পাপ ভষ্ম হয়ে যাবে। যে কারণে আমাকে পতিত-পাবন বলা হয়।" আর উনি কেবল আত্মাদেরই জন্যই পতিত-পাবন। যেহেতু, আত্মারাই পতিত অবস্থায় পৌঁছায়। বাবা এও জানান, তোমরাই একদা পবিত্র আত্মা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে। এখন সেখানে তোমাদের কোনও কলাই অবশিষ্ট নেই। তাই তো তোমরা এখন এই প্রকারের পতিতে পরিণত হয়েছো। আর আমিই প্রতি কল্পে এসে এভাবেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে থাকি। তোমরা কাম-চিতায় বসতে বসতে পতিতে পরিণত হয়ে যাও। তোমাদেরকে আবার জ্ঞান-চিতায় বসিয়ে পবিত্র বানিয়ে দেই। এই ভারতই একদা পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গের ছিল, বর্তমানে যা এখন অপবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গের। তাই তো কারও মনে শান্তি নেই এখানে। বাবা এখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বশেষে উভয়কেই এই জ্ঞান-চিতায় বসার কথা বলছেন। প্রত্যেক আত্মারই তাদের নিজ নিজ কর্ম অনুসারে শরীর পায়। এমনটা নয় যে পরের জন্মেও তারা একে অপরের পতি-পত্নী রূপে একত্রিত হবে। যেহেতু উভয়েই একই গতিতে এগোতে পারে না। এই এগিয়ে যাওয়ার অর্থ, জ্ঞানের পড়ায় এগিয়ে যাওয়া। যা

অজ্ঞানতার কারণে হতে পারে না। নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট প্রেম থাকলে তবেই তাদের সেই মনোকামনা পুরো হতে পারে। কিন্তু, সেটা তো পতিত বিকারী মার্গ। সেই উদ্দেশ্যেই তো পতির সাথে সাথে পত্নীকেও চিতায় বসানো হতো। যাতে পরের জন্মেও তাদের একত্রে মিলন হতে পারে। কিন্তু পরের জন্মে তো একে অপরকে চিনতেই পারবে না। তোমরাও তো বাবার সাথে জ্ঞান-চিতায় বসো। এই ছিঃ ছিঃ শরীরকে তো ছেড়েই যেতে হবে। তোমরা তা এখন বুঝতে পারছো, কিন্তু অন্যেরা তো তা জানেই না যে, পূর্ব-জন্মে তাদের কেমন বন্ধু-বান্ধব ছিল। পরবর্তী জন্মে এসব কথা তোমাদেরও স্মরণে থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। মাম্মা-(ব্রহ্মা)বাবা, বা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে হবে। বিষ্ণু তো দেবতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেবতা বলা চলে না। ব্রহ্মার রূপ ধারণের পরে, ব্রহ্মা থেকে দেবতা-রূপে আসে। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা -কিভাবে এর রূপান্তর ঘটে, তা এখন তোমরা বুঝতে পারছো। তোমরা এও জানতে পেরেছো -- শান্তি একমাত্র স্বর্গেই। তাই তো মানুষের মৃত্যুর পর বলা হয় যে, স্বর্গে চলে গেছে অর্থাৎ শান্তি পেয়েছে। অশান্তিতে থাকে, যারা পতিত। তবুও তাদেরকে বাবা বলতে থাকেন, নিজেদেরকে আত্মা ভেবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকলেই, বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়াও এ বিষয়ে নিজেদেরকে আরও বিস্তারিত জানতে হবে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর, বাবা তোমাদেরকেও বাবার মতন জ্ঞানী বানাচ্ছেন। বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে তোমরা সতোপ্রধান হতে পারবে। আত্মাদের মধ্যে তারই প্রতিযোগিতা তো চলতেই থাকে। যে যত বেশী স্মরণের যাত্রায় থাকে, সে তত তাড়াতাড়ি জ্ঞানী হতে পারবে। এ হলো যোগ-যাত্রা ও জ্ঞান-পাঠের প্রতিযোগিতা। জাগতিক স্কুল-গুলিতেও এই ধরণের প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থাদি আছে। এত অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যে প্রথম হয়, তাকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হয়। একই পড়াশোনায়, লাখ-লাখ, কোটি-কোটি, ছাত্র-ছাত্রীর পড়তে গেলে, তখন তো অনেক সংখ্যায় স্কুলেরও প্রয়োজন। তোমাদের এখন এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়া উচিত। আর অন্যদেরকেউ সেই দিশা দেখাও। অন্ধের যষ্টি (লাঠি) হও। তোমাদেরকেই ঘরে-ঘরে এই ঈশ্বরীয় সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি ঈশ্বরীয় বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এবার যাবতীয় অশুদ্ধ কামনা-গুলিকে ত্যাগ করে, কেবলমাত্র শুদ্ধ কামনার আধারেই থাকতে হবে। সবচাইতে শুদ্ধ কামনা হলো, পবিত্রতা ধারণ করে পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হওয়া। কোনও প্রকারের ভুল-ভ্রান্তিকে গোপন করা মানে নিজেই নিজেকে ঠকানো। যা আদৌ করা উচিত নয়। ধর্মরাজ বাবার কাছে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে।

২) জ্ঞান-চিতাতে বসে এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে প্রতিযোগিতার ভাব রেখে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়াতে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্য রাখতে হবে। যোগ-অগ্নির দ্বারা বিকর্মগুলি ভস্ম করে হিসাব-নিকাশের খাতাকে সমাপ্ত করতে হবে।

বরদান :- স্বমানে স্থিত থেকে দেহ-অভিমানকে সমাপ্ত করে সফলতা-মূরত হও (ভব) !

যে বাচ্চারা নিজেদের স্বমানে স্থিত থাকতে পারে, তারাই বাবার প্রত্যেকটি আদেশকে সহজেই পালন করতে পারে। স্বমানে থাকতে পারলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু যখন স্বমান থেকে 'স্ব'-শব্দটিকে ভুলে যাও আর মান-শানে (মর্যাদায়) এসে পড়ো, তখন ঐ একটা শব্দের তফাতের জন্য, অনেক প্রকারের ভুল হতে থাকে। তাতে পরিশ্রম অনেক করেও প্রত্যক্ষ ফল খুব সামান্যই পাওয়া যায়। কিন্তু যদি স্বমানে থেকে পুরুষার্থ বা সেবার কার্য কর, তাতে সহজেই সফলতার প্রতিমূর্তি হতে পারবে।

স্লোগান :- তপস্যা করার লক্ষ্যে সময়ের অপচয় বন্ধ করো, কারণের কোনো অজুহাত অবশ্যই নয়।

দাদী প্রকাশমণি-জীর অমূল্য প্রেরণা-সমূহ :(স্মৃতি দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রতিবেদন)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

১) ঈশ্বরীয় নিয়ম আর মার্যদাগুলি আমাদের জীবনের প্রকৃত শৃঙ্গার। এগুলি নিজেদের জীবনে ধারণ করে, সর্বদা উন্নতির লক্ষ্যে এগোতে হবে।

২) সর্বদা এই নেশাতেই মগ্ন থাকো যে, আমি ভগবানের চোখের মণি। আর ভগবানের নজরে লুকিয়ে থাকলে, মায়ার ঝড়-তুফানে নিজের স্থিতিকে নাড়াতেই পারবে না।

৩) আমাদের অটল সাহসী আর আশ্রয়দাতা একমাত্র বাবা, যার সাথে হৃদয়ের আদান-প্রদান করবে। কোনো দেহধারীকে বন্ধু বানিয়ে তার সাথে ব্যর্থ-চিন্তন বা পর-চিন্তন করা উচিত নয়।

৪) চেহারাতে কখনও উদাস-ভাব, ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ ভাবের চিহ্ন থাকা উচিত নয়। সর্বদা খুশীতে থেকে অপরকেও খুশীতে রাখবে। নিজের নিজের সেন্টারের বায়ুমন্ডল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আনন্দ-দায়ক বানাও।

৫) যত বেশী অন্তর্মুখী হয়ে মুখ আর মনের মৌনতা ধারণ করবে, তত বেশী সেই স্থানের বায়ুমন্ডলে দৈবী ভাবের প্রকাশ ও শক্তির প্রভাব পড়বে এবং যারা সেখানে আসবে তারাও সেই প্রভাবে প্রভাবিত হবে। একেই বলা হয় সূক্ষ্ম-সকাশ দেওয়ার সেবা।

৬) যে কোনও কারনেই হোক, তোমার বা আমার এই ভাবের কারণে নিজেদের মধ্যে মত-মালিন্যে আসা উচিত নয়। নিজেদের মধ্যে বিরোধিতা বা শত্রুতা, যা সেবা-কার্যের সবচাইতে বড় বিঘ্ন - সেই বিঘ্ন থেকে মুক্ত থেকে অপরকেও তার থেকে মুক্ত বানাও।
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

৭) একে অপরের মতামতকে সন্মান দিয়ে, প্রথমে তার বক্তব্যকে শোনো, তারপর নির্ণয় নিলে দ্বি-মতের অবসান হবে। ছোট বা বড় প্রত্যেককেই অবশ্যই সন্মান দিতে হবে।

৮) বাবার প্রত্যেক বাচ্চাই সন্তুষ্টতার এরূপ সম্পদে পরিণত হও যেন তোমাদেরকে দেখে অন্যরাও সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এইরূপ সর্বদা নিজে সন্তুষ্ট থেকে অপরকেও সন্তুষ্ট রাখো।

৯) নীচের এই চারটি মন্ত্র সর্বদা স্মরণে রাখবে :-

i) কখনও অসার দম্ভে যাতে না যাও, সেদিকে সতর্ক থাকবে।
ii) কারও প্রতি ঘৃণাভাব আনবে না। সবার প্রতিই শুভ ভাবনা রাখবে।
iii) কারও প্রতিই ঈর্ষাভাব আনবে না। নিজের উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার ভাব রাখবে।
iv) কখনও কোনও ব্যাক্তি, বস্তু বা বৈভবের প্রতি প্রভাবিত হবে না। সর্বদা এক ও একমাত্র বাবার প্রভাবেই প্রভাবিত থাকবে।

১০) আমরা সবাই অধীশ্বর বাবার অধিকারী বাচ্চা। তাই সর্বদা নিজেদের মধ্যে রাজকীয় ভাব আর পবিত্রতার সংস্কারে পূর্ণ হতে থাকবে। যার ফলে বর্তমানের এই পরাধীনতার সংস্কার (বিকার) থেকে মুক্ত হতে পারবে। কোনও কারণেই সত্যতা থেকে যেন বিচ্যুত হয়ো না।